তারিখ ... 14 JUL 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

সদরপুর ডিগ্রি কলেজ

অতিরিক্ত ফি দিয়ে ভর্তিতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, সদরপুর (ফরিদপুর)

সরকারি সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে ফরিদপুরের সদরপুর ডিগ্রি কলেজে অতিরিক্ত ফি আদায় করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি করতে বাধ্য করছে শিক্ষার্থীদের। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করলে ও কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। যথা সময়ে ভর্তি হতে না পারলে আরও বেশি জরিমানা দেয়ার ভয়ে অতিরিক্ত ফি দিয়েই ভর্তি হয়েছে শিক্ষার্থীরা।

ভর্তিইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, এবার সদরপুর কলেজের প্রিন্সিপাল বিত্তশালী হয়ে যাবে। কারন একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করছে, তা দিয়ে তার অনেক কিছু হতে পারে। এ বছর একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করতে ৩৪ থেকে ৩৫শ' ও মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ২৯ থেকে ৩১শ' টাকা নিচ্ছে বলে জানা যায়। আরও জানা গেছে, বিভাগ অনুযায়ী ভর্তি ফি কম বেশি হলে এখানে মানবিক বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগের ফি সমান। শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মফস্বল কলেজগুলোতে ১ হাজার টাকায় ভর্তি করার কথা থাকলেও সদরপুর সরকারি কলেজে ডিগ্রি কলেজে সে নিয়ম মানা হয়নি। যা কারোই বোধগম্য নয়।

ভর্তি হতে আসা এক ছাত্র বলেন , আমি গরিব ছাত্র ভর্তি হতে এসেছি, ১ হাজার টাকার স্থলে, যদি ৩ হাজার ৫শ' টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয় তাহলে তো আমি ভর্তি হতে পারব না। কারণ আমার বাবার এত টাকা নেই। এই বলে ছাত্রটি ফিরে গেল।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল ড. কাকলির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মানবিক শাখায় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞান শাখায় ১০০ জন, বাণিজ্য শাখায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী অনলাইনের আবেদনের ভিত্তিতে মেধা বাছাই করে ভর্তি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ভর্তিতে বেশি অর্থ আদায়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রতিবেদকদের বলেন, আমার কলেজে ভর্তি হতে হলে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ভর্তি হতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমি নিয়মনীতি মেনেই ভর্তি করিয়েছি। তিনি আরও বলেন বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আবারও তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রাগ্বানিত কণ্ঠে বলেন, সরকার যে বিধি মোতাবেক কাজ করতে বলে আমি সে মোতাবেক কাজ করে থাকি। প্রয়োজন হলে উপরে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। এ ব্যাপারে আমার আর বলার কিছুই নেই। অভিজ্ঞ মহলের প্রশ্ন বোর্ডের সিদ্ধান্তের বাহিরে এত বেশি টাকা আদায় করে কীভাবে, যা কারো বোধগম্য নয়। ভুক্তভোগীদের জিজ্ঞাসা এত বড় দুর্নীতি করে কীভাবে পার ফেয়ে যাবে? এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।